মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক চাদু গ্রেফতার

মুজিবনগরে চাঁদাবাজি মামলায় জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি দারিয়াপুর পশ্চিমপাড়ার মৃত কুদরত ই খুদা এর ছেলে কামরুল হাসান চান্দুকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

সোমবার দিবাগত রাত্রে গোপালপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে খোরশেদ আলমের দায়ের করা চাঁদাবাজি মামলায় তার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার সকালে তাকে মেহেরপুর কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান জানান, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসের একটি চাঁদাবাজি মামলায় তাকে গ্রেফতার করে করে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ১৩ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার ১

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) বিশেষ অভিযানে ১৩ গ্রাম অবৈধ মাদকদ্রব্য হেরোইনসহ মোঃ জিয়াউর মন্ডল ওরফে জিয়া (৪৫) নামে এক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন।

গ্রেফতারকৃত জিয়াউর মন্ডল (৪৫) পিরোজপুর পশ্চিম পাড়ার বাসিন্দা এবং মোঃ আজির আলী মন্ডল ওরফে আজের আলীর ছেলে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অভিযানকালে মেহেরপুর সদর থানার পিরোজপুর পশ্চিম পাড়া (হটাৎ পাড়া) এলাকায় জিয়াউর মন্ডলের বসতবাড়ির দক্ষিণ পাশের একটি টিনশেড ঘর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জেলা পুলিশ সুপার জনাব মাকসুদা আকতার খানমের নির্দেশনায় এবং জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে গাঁজাসহ যুবক ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার-২

এক কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ মো: লিখন মিয়া (২৫) নামের এক যুবক ও অপর একটি অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক
(৩০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গাঁজাসহ আটক লিখন মিয়া গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের মৃক সাঈদ হোসেনের ছেলে। এছাড়া আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক একই উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।

মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত থানা পুলিশের পৃথক দুটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বানী ইসরাইল জানান, উপজেলার নওপাড়া নবীনপুর গ্রামের নওপাড়া- তেঁতুলবাড়িয়া রাস্তার পাশে একটি নির্মানাধীন পাকা বাড়ির সামনে থেকে লিখন মিয়াকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে এক কেজি গাঁজা ও একটি পাখি ভ্যান জব্দ করা হয়।
গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ধারা ৩৬
(১) সারণির ১৯ (ক)/৩৮ ধারায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। গাংনী থানার মামলা নং ৫।

অপরদিকে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতের সিআর

মামলা ৭৫২/২৪ এর পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাককে তাররবাড়িতে অভযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ছাত্র আন্দোলনকারীর ওপর হামলা, প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহযোদ্ধা ইশতিয়াক আহমেদের উপর আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনীর পরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাহেব মাহমুদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ন আহবায়ক তামিম ইসলাম, সদস্য সিয়াম আহমেদ, ইশতিয়াক আহমেদ, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি মেহেরপুরে আওয়ামী সন্ত্রাসী ও নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, দেশকে অস্থিতিশীল করতে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্রলীগ বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ইসতিয়াক আহমেদের ওপর আওয়ামী সন্ত্রাসী ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে এবং আন্দোলনের অন্যান্য সদস্যদের নানা ধরনের হুমকি প্রদান করা হচ্ছে। নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে গাংনী উপজেলায় আওয়ামী লীগের লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দুর নেতৃত্বে তালসারি ইকো পার্কে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত

হয়েছে যেখানে মুজিবনগরের আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা উপস্থিত ছিল। মেহেরপুর শহরজুড়ে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের দেওয়াল লিখন করা হয়েছে যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।

তারা বলেন, এই ঘটনাগুলো মেহেরপুরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের জন্য নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করেছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। তারা অভিযোগ করেন, এ বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ঘেরাওসহ রাজপথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে।

পরে পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানমের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।

নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের প্রতিবাদে মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

দেশ বিরুধী ষড়যন্ত্র করতে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের লিফলেট বিতরণ ও নাশকতার পরিকল্পনার প্রতিবাদে গাংনীতে মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চারচারা নামক স্থানে উপজেলা বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে এই মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মশাল মিছিলে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর বিএনপির ৩ নং ওয়ার্ডের সভাপতি ইনামুল হক, ১ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোঃ নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভি, যুবদল নেতা শাহিবুল ইসলামসহ বিএনপির অন্যান্য নেতাকর্মী।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted]-[redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

জানান, লার্টু হোসেন সিঙ্গাপুর এবং মিনারুল ইসলাম সৌদি আরবে ছিলেন। তারা দুজনেই সম্প্রতি দেশে এসেছিন।

অল্পদিনের মধ্যেই তারা দুজনেই বিদেশ যাওয়ার কথা রয়েছে। এর মধ্যে এই দুর্ঘটনাটি এলাকার মানুষের মাঝে শোক নিয়ে এসেছে। তিনি আরও জানান, নিহত লিটন হোসেনের বড়ভাই আব্বাছ আলী (৩৫) গত তিন মাস আগে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের রাজনগর নামক স্থানে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একই সড়কে নিহত হলেন আপন দুই ভাই।

আওয়ামীলীগের লিফলেট বিতরণ; ৬ জন গ্রেফতার

আওয়ামীলীগের হরতাল ও অবরোধের লিফলেট বিতরণের অপরাধে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। অপরদিকে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে মাদক ও নারী নির্যাতন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত দুই আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের আক্তার আলীর ছেলে মোঃ হাফিজুর রহমান (৪৩), ধলা গ্রামের মৃত কলিম উদ্দীনের ছেলে মোঃ আকবর আলী (৩২), মাইলমারী গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে মোঃ মাসুদুর রহমান খোকন (৪০) ও সহড়াতলা গ্রামের সেন্টু মিয়ার ছেলে মো: বেল্টু মিয়া ।

অপরদিকে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত দুই আসামি গাংনী উপজেলা নওপাড়া গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকার মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে মো: হুমায়ূন আহমেদ ও গাংনী উপজেলা শহরের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে হজরত আলী (২৭)। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত ৩১ জানুয়ারী সন্ত্রাসী বিরোধী আইনে গ্রেফতার চার

আসামিরা আওয়ামীলীগের লিফলেট বিতরণ করেছে। গতকাল সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে হাফিজুর রহমান, আকবর আলী ও মাসুদুর রহমানের নামে গাংনী থানার এফআইআর নং-১১, তারিখ- ১৯/০৮/২০২৪, ধারা- ২০০৯ সাল (সংশোধনী/ ২০১২) এর সন্ত্রাস বিরোধী আইন এর ৬/২১/৭/৫)/৭(৬)(কে) ৭(৬) /১০/১১/১২/১৩। এছাড়া মোঃ বেল্টুর নামে গাংনি থানার এফআইআর নং-৪, তারিখ- ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫; ধারা- ৯(১) ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনী ২০০৩; তৎসহ ৩৭৯ প্যানাল কোর্ড, ১৮৬০; অপেরিদেক থানা পুলিশ অপর দুটি অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের দর্গাপাড়া এলাকার মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে মোঃ হুমায়ন (২৯) ও মাদকনিয়ন্ত্রণ আইনের মামলার আসামি গাংনী উপজেলা শহরের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে হজরত আলী (২৭)কে গ্রেফতরা করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত হুমায়নের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং- ২৫/২৩২, তারিখ- ১৫ আগস্ট, ২০২১; ধারা- ৩৬(১) সারণির ১৯(ক)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; জিআর-২৩২/২১ ও মোঃ হযরত আলীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের সিআর নং-৮৯৯, ধারা- ৩ যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; সিআর নং- ৮৯৯/২৪ মামলা রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৩১ জানুয়ারি বিকালে গাংনী উপজেলার মাইলমারী, ধলাসহ কয়েকটি স্থানে ওই চার ব্যক্তিসহ ৬ জন লিফলেট বিতরণ করে এলাকায় আতংক তৈরী করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের গতকাল সোমবার বিকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপি’র কর্মী সমাবেশ

রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত ৩১ দফা ও জনসম্পৃক্তি সফল করার লক্ষ্যে আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপি’র ১ নং ওয়ার্ড খোকসা গ্রামের কর্মী

সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার (৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামের এ কর্মী সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

খোকসা গ্রামের বিএনপির প্রবীণ নেতা মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক মোঃ আমিরুল ইসলাম ও ফয়েজ মোহাম্মদ।

সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মোঃ ইলিয়াস হোসেনের সঞ্চালনায় এ সময় জেলা বিএনপির সদস্য মোঃ ইলিয়াছ হোসেন, মোঃ আলমগীর খান ছাতু, আনছারুল হক, খাইরুল বাশার, আব্দুল্লাহ, হাফিজুর রহমান, মীর ফারুক হোসেন, ওমর ফারুক লিটন, মোছাঃ রোমানা আহম্মদ, গনিউল আজম, জেলা বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, কেন্দ্রীয় যুবদলের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রিন্স আহমেদ ইমরান, ঢাকা মহানগর উত্তর জাসাসের যুগ্ম আহবায়ক রাফিজা আলম নাকী, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, মেহেরপুর সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপ্নন, আমঝুপি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফিজ, পৌরসভা ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ফিরোজুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপু, নাহিদ আহম্মেদ, ইসমাইল শাহ, দবির, জনিসহ জেলা বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদকে কারাগারে নেওয়ার সময় ডিম নিক্ষেপ

সন্ত্রাস দমন আইন মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুল ও তাঁর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলের তিন দিন করে এবং ও অপর একটি মামলায় ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের দুই দিন রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়ে ঘন্টাব্যাপী শুনানী শেষে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক শারমিন নাহার এ আদেশ দেন। এদিকে, দুপুর ২ টার দিকে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার বিক্ষুব্ধ জনতা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ও বিএনপির কর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং সাবেক মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করেন।
মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কামরুল হাসান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষম সদর থানার ওসি জাহাঙ্গীর সেলিম এবং আসামি পক্ষে শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন, কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে, সাবেক মন্ত্রী, তাঁর ভাই ও ভগ্নিপতিকে আদালতে হাজির করার খবর পেয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী আদালত চত্বর ঘিরে রেখেছে। আদালত্ব চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলায় একটি মামলার আসামি হিসেবে তিন জনের ৫ দিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর।

আদালতে রিমান্ড শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবিলক প্রসিকিউটর (পিপি) আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, অ্যাড. কামরুল হসান, মারুফ আহম্মেদ বিজন এবং মোখলেছুর রহমান স্বপন উপস্থিত ছিলেন। একইসাথে আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে রিমান্ড না দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন অ্যাড. খন্দকার আব্দুল মতিন, একেএম শফিকুল

আলম, ইব্রাহিম শাহীন।

এদিকে রিমান্ড শুনানিকালে আদালত প্রাঙ্গেণে বিক্ষোভ করেন বৈষ্যম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিএনপি নেতাকর্মীরা। আসামিদের বিভিন্ন অপকর্ম তুলে ধরে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন তারা।

গত ৫ আগষ্ট মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলার ঘটনায় সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রাশেদুল ইসলাম সন্ত্রাস বিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। ওই মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে ২৯ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর নিয়ে আসা হয় ফরহাদ হোসেনকে। ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে হত্যা মামলায় তাকে আটক করেছিল র্যাব। তার নামে রাজধানী ঢাকাতে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা রয়েছে। এছাড়াও মেহেরপুরে রয়েছে আরও কয়েকটি মামলা।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন। ২ দিনের রিমান্ড শেষ ফের আদালতে তোলা হলে আদালত আবারও তিন দিনের রিমান্ড দেন।

ফরহাদ ও মৃদুলের তিন দিন, বাবলু বিশ্বাসের দুই দিনের রিমাণ্ড

সন্ত্রাস দমন আইন মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুল ও তাঁর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলের তিন দিন করে এবং ও অপর একটি মামলায় ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের দুই দিন রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়ে ঘন্টাব্যাপী শুনানী শেষে

মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক শারমিন নাহার এ আদেশ দেন।



মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কামরুল হাসান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষম সদর থানার ওসি জাহাঙ্গীর সেলিম এবং আসামি পক্ষে শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন, কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে, সাবেক মন্ত্রী, তাঁর ভাই ও ভগ্নিপতিকে আদালতে হাজির করার খবর পেয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী আদালত চত্বর ঘিরে রেখেছে। আদালত্ব চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।



বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলায় একটি মামলার আসামি হিসেবে তিন জনের ৫ দিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর।

আদালতে রিমান্ড শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবিলক প্রসিকিউটর (পিপি) আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, অ্যাড. কামরুল হসান, মারুফ আহম্মেদ বিজন এবং মোখলেছুর রহমান স্বপন উপস্থিত ছিলেন। একইসাথে আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে রিমান্ড না দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন অ্যাড. খন্দকার আব্দুল মতিন, একেএম শফিকুল আলম, ইব্রাহিম শাহীন।

এদিকে রিমান্ড শুনানিকালে আদালত প্রাঙ্গেণে বিক্ষোভ করেন বৈষ্যম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিএনপি নেতাকর্মীরা। আসামিদের বিভিন্ন অপকর্ম তুলে ধরে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন তারা।

গত ৫ আগষ্ট মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর হামলার ঘটনায় সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রাশেদুল ইসলাম সন্ত্রাস

বিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। ওই মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে ২৯ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুর নিয়ে আসা হয় ফরহাদ হোসেনকে। ১৪ সেপ্টম্বর রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে হত্যা মামলায় তাকে আটক করেছিল র্যাব। তার নামে রাজধানী ঢাকাতে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা রয়েছে। এছাড়াও মেহেরপুরে রয়েছে আরও কয়েকটি মামলা।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেল গেটে শোন এ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেল গেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন। ২ দিনের রিমান্ড শেষ ফের আদালতে তোলা হলে আদালত আবারও তিন দিনের রিমান্ড দেই।